প্রথম আলো

তারিখ 03 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

বিদ্যালয়ের ফটকে মুরগির বাজার

রাজধানী প্রতিবেদক ●

রাজধানীর খিলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের ফুটপাত দখল করে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে মুরগির বাজার ও কাঁচাবাজার। এতে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। বিদ্যালয়-সংলগ্ন ডাস্টবিনে ফেলা হচ্ছে বাজারের প্রায় অর্ধশতাধিক দোকানের বর্জ্য।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বাজারে মানুষের হইচই ও ডাস্টবিনের দুর্গন্ধে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ময়লা-আবর্জনা। অবিলম্বে বিদ্যালয়ের সামনে থেকে অবৈধ এই বাজার উচ্ছেদ করা দরকার।

গত নভেম্বরের শুরুতে বিদ্যালয়ের সামনে থেকে মুরগির বাজার ও কাঁচাবাজার উচ্ছেদ করেছিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। কিন্তু উচ্ছেদের পরপরই আবার ওই স্থানে বাজার বসানো হয়েছে। এলাকাটি ডিএসসিসির ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পড়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হামিদুল হক।

খিলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ তলায়ই মতিঝিল থানা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়। জানতে চাইলে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা খুরশিদ আরা *প্রথম আলোকে* বলেন, বাজার ও ডাস্টবিনের কারণে বিদ্যালয়ে প্রবেশে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। বিষয়টি বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও ডিএসসিসির সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, মতিঝিল থানার অধীনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকসহ প্রায় ২০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। দাপ্তরিক কাজে এই কার্যালয়ে ঢুকতে সবাইকে ভোগান্তিতে পোহাতে হয়।

গতকাল শনিবার সরেজমিনে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের সামনের সড়ক ও ফুটপাত দখল করে আছে মুরগির প্রায় ৩০টি ও সবজির ২৫টি দোকান। কেনাকাটা করছেন ক্রেতারা। জবাই করা মুরগির রক্ত, পালক ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক বন্ধ। এই ফটক বরাবরই আছে ময়লার কনটেইনার। বাতাসে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশে একটি পকেট ফটক দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে আসা-যাওয়া করছে শিক্ষার্থীরা। এই ফটকসহ মাঠের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে মুরগির বিষ্ঠা। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের মাঠের পূর্ব পাশে ছোট তিনটি কক্ষ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বসবাস করছে একটি পরিবার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, ব্যবসায়ীদের ভয়ে কোনো শিক্ষক প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। তাই নিষেধ করার পরও প্রায়ই মুরগির খালি ঝুড়িগুলো রাখা হচ্ছে বিদ্যালয়ের সীমানার ভেতরে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

মুরগি ব্যবসায়ী আবদুল কুদ্দুস বলেন, প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এখানে মুরগি বেচাকেনা চলে। এ জন্য কাউকে টাকা দিতে হয় না বলে দাবি করেন তিনি। এলাকাটি খিলগাঁও রেল ফটক বাজার নামে পরিচিত। বিদ্যালয় সূত্র জানায়, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩৬০ জন শিক্ষার্থী ও ১০ জন শিক্ষক আছেন। কিন্তু বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে কোনো কর্মচারী নেই।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসরীন সুলতানা বলেন, মুরগির বিষ্ঠা ও ডাস্টবিনের দুর্গন্ধে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের টিকে থাকা কষ্টকর। বর্জ্যের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে বেশির ভাগ সময় ক্লাসের জানালা বন্ধ করে রাখা হয়।